উপসংহার

ভাষা নিয়ত পরিবর্তনশীল। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভাষায় ভাঙা-গড়া লেগেই থাকে। আজকে যে ভাষায় আমরা কথা বলছি আগামীকালই তা বলার ধরণে কিছু পার্থক্য তৈরী হয়ে যেতে পারে। প্রত্যেক দিন আমাদের ভাষায় নতুন নতুন শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটে। আজকের ফোর জি, ফাইভ জির যুগে সারা বিশ্ব হাতের মুঠোয় চলে এসেছে। ফলে শুধু সংস্কৃতি নয়, আদান প্রদান ঘটছে শব্দ, বাক্যেরও। সোশাল নেটওয়ার্কিং সাইটগুলির মাধ্যমে বিশ্বের যে কোনও কোণেরও খবর ছড়িয়ে পড়ছে মুহূর্তের মধ্যে। নতুন নতুন আবিষ্কার প্রত্যহ হয়ে চলেছে। বার্ড ফ্লু, সোয়াইন ফ্লু-এর মতো বহুশত নতুন নতুন রোগের নাম আমাদের শব্দ ভান্ডারে ঢুকে পড়ছে। যা পঞ্চাশ বছর পূর্বে কারও জানা ছিল না। অটো ক্লিন চিমনি, রাইস কুকার, টোস্টার এই সব শব্দও আমরা আর অবহেলাভরে উপেক্ষা করে থাকতে পারি না। সেলফি, পে টি এম, নেট ওয়ালেট শব্দগুলি অহরহ ব্যবহৃত হচ্ছে। ব্যাটারি চালিত তিন চাকার গাড়ির নাম যে টোটো তা আজ আর কোনও কিশোরেরও জানতে বাকি নেই। অথচ শব্দটি পাঁচ বছর আগেও অর্থহীন ছিল।

গ্রামেগঞ্জে কানেকশন-কে কালেকশন, ক্যামপেইন-কে ক্যামপিং বলা লোকের সংখ্যাও ধীরে ধীরে কমছে শিক্ষার প্রচারের ফলে। টুথপেস্ট মাত্রই যে কোলগেট নয় সেই ব্যাপারটিও নবীনরা প্রবীনদের বুঝিয়ে দিচ্ছে। কৃষিক্ষেত্রে নতুন নতুন যন্ত্রপাতি, সার, বীজ, কীটনাশক, বিষ পাম্পমেশিন প্রভৃতি বিষয়ক শব্দ ব্যবহৃত হচ্ছে। শুধু তাই নয় ধান ও গম আবাদ করারও নতুন নতুন পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছে। যে সব শব্দ প্রত্যেক কৃষকের মুখে মুখে ঘোরে আজ। সর্বনাম, বিভক্তি, ক্রিয়া প্রভৃতি প্রয়োগের সময় মান্যচলিতের প্রভাব আজ আর দুর্লক্ষ নয়।

অনেক কুটির শিল্প এই মহকুমায় আজ ধ্বংসের মুখে। বিশেষত কুমোরদের পেশা আজ সংকটের মুখোমুখি। পাশাপাশি লৌহ কর্মকার, তাঁত, ধোকরা, মুড়ি প্রভৃতি পেশাগুলো ডুবতে বসায় সেইসব পেশাগত শব্দগুলি প্রতি মুহূর্তে হারিয়ে যাচ্ছে। অকর্ষিত জমির সংখ্যা আর নেই বললেই চলে। তাই কেউ আর গোরু-ছাগল চরিয়ে আনতে বলে না রাখালকে। বলে 'ঘাস খাইয়ে আন।' অর্থাৎ দড়ি হাতে ধরে থেকে ফসলি জমির আল থেকে ঘাস খাইয়ে আনতে হয়। গোরু-ছাগল ছেড়ে দেবার মতো ফাঁকা মাঠ কোথাও পড়ে থাকে না। তাছাড়া প্রত্যেক জমিতে এখন দুই- তিনটে করে ফসল হওয়ায় ফাঁকা মাঠ পাওয়া যায় না।

সমাজ জীবনের এই যে পরিবর্তন তা গেঁথে রাখা যেতে পারে সমাজ ভাষাবিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে। আজ থেকে একশত বছর পরে মানুষের ভাব প্রকাশের ধরণ হয়ত আমূল বদলে যাবে। সতীদাহ প্রথা প্রচলন থাকার সময়কার কোনও স্ত্রী তার স্বামী মারা গেলে যে ভাষায় শোক প্রকাশ করত এই যুগের কর্পোরেট দুনিয়ায় চাকুরিরত কোনও স্ত্রী সেই একই ভাষায় যে শোক প্রকাশ করবে না তা বলাই বাহুল্য রাগ, বিরক্তি, ঘৃণা, ক্রোধ, সম্বোধন প্রভৃতি সব ক্ষেত্রেই মানুষের প্রকাশ ভঙ্গি পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। সেই পরিবর্তনের যে ধারা নিয়ত প্রবহমান তাকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের গন্ডিতে বেঁধে আমরা এই গবেষণা কর্মটি করেছি। সমাজভাষাবিজ্ঞান চর্চার ধারায় আমার এই গবেষণা কর্মটি যদি বিন্দুমাত্র ভূমিকাও পালন করতে পেরে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের গবেষকদের উৎসাহী করতে সক্ষম হয় তবেই আমার গবেষণা সার্থক বলে মনে করব।